## \*\*পবিত্র আশুরা(১০ ই মহররম) :- ঘটনা প্রবাহ ,পর্যালোচনা ও করণীয়

-নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

আরবি সালের প্রথম মাস হল মহরম। এই পবিত্র মাসের 10 তারিখ কে বলা হয় আশুরার দিন। উক্ত দিনটি মুসলিম বিশ্বের নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে ,উক্ত দিনে যেমন অনিন্দ্য বসন্তের সুবাসিত ,তেমনই রক্তের ধারায় সিক্ত কষ্টের স্মৃতি বিদরিত। এ দিনটিতে যেখানে হযরত আদম আলাইহিস সালামের কৃত দোয়া কবুলের আনন্দময় বার্তা রয়েছে , অনূরূপ অপরদিকে কারবালার প্রান্তরে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শহীদ হওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনাও বিদ্যমান রয়েছে।

পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকেই আশুরার দিবসটি তাৎপর্যমণ্ডিত। এদিনই মহান আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন ও মানব সম্প্রদায় কে সৃষ্টি করেছেন। মানবতার নবী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীবর্গদের বিজয়ী বেশে নৌকা থেকে মাটিতে অবতরণ করিয়েছেন। এদিনই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং বানী ইসরাইল সম্প্রদায় রা ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং আল্লাহর দুশমন ফেরাউন নীল নদে (মতান্তরে লোহিত সাগরে) ডুবে মারা যায়। মহান আল্লাহ এই দিনে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কে 40 দিন পর মাছের পেট থেকে নিষ্কৃতি দেন। এই দিনেই হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে সুস্থতা প্রদান করেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেন। আবার ঈসা আলাইহিস সালাম কে মহান আল্লাহ সেদিনের পর থেকে হেফাজত করে আসমানে তুলে নেন।

এমনও হাজার ঘটনার সাথে জড়িত হলো এই আশুরার পূণ্যময় দিনটি। উপরম্ভ,আমাদের নিকট অতীতে পবিত্র আশুরায় যে হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা হল - কারবালা-প্রান্তরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরিবার নিয়ে শাহাদাত বরণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া নির্বাচিত কুফার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 61 হিজরী সনের দশই মহরম আশুরার দিনে নিজ পরিবারের এবং অধিকাংশ সাথী বর্গ সহ শাহাদাত বরণ করেন। জগতবাসীর নিকট রেখে যান অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার এক অনুপম অপার দৃষ্টান্ত।

## \*\* কারবালার ঘটনাপ্রবাহ:-\*\*\*

বিখ্যাত সাহাবী- কাতিবে ওহী, মোমিনের মামা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ওফাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অত্যাচারী ইয়াজিদ মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করে । অথচ প্রকৃতও উপযুক্ত ছিলেন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু । পাপিষ্ঠ ইয়াযিদ ক্ষমতায়ন করা মাত্রই হিংস্র জুলুমের হাত প্রসারিত করে । ফলে অত্যাচারের লেলিহান শিখা দাবানলের ন্যায় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে । অপরদিকে সত্যের দিশারী,জমীন আসমানের মালিক হুযুর আলাইহিস সালামের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়া হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই ইয়াজিদের জুলুমকে বরদাস্ত করলেন না। তার অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন।

ইতিমধ্যেই মদিনার গভর্নর কে ইয়াজিদ আদেশ করলো ইমাম হোসাইনকে যেন তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করায়। হযরত ইমাম হোসাইন এর সংবাদ শোনা মাত্রই প্রতিবাদের নিমিত্তে মক্কায় গমণ করেন।। অপরদিকে কুফার বসবাসকারী জনগণের সিংহভাগ অংশ ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তারা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে বায়াত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ ,তারা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে প্রায় সাত শতাধিক পত্র প্রেরণ করে।

তাদের আবেদনের সারা দেওয়ার নিমিত্তে ইমাম হোসাইন 72 জন নর-নারীর এক কাফেলা নিয়ে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। যাত্রাপথে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে ফুরাত নদীর তীরে কারবালা নামক শুষ্ক ভূমিতে এজিদ বাহিনী কর্তৃক ঘেরাও হন।

পাপাচারীদের দলের লোক হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট এরূপ শর্ত পেশ করে: হয় ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুন, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এমতাবস্থায় হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণের অস্বীকার করেন। তিনি সকল প্রকার জুলুমের প্রতিবাদ করতঃ সত্যের ঝান্ডাবাহী হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অনড় থাকেন। অবশেষে, 61 হিজরীর 10 মহরম কারবালার প্রান্তরে 4000 ইয়াজিদ সৈন্যের মোকাবেলায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী-পুরুষের কাফেলা নিয়ে হক্বের বার্তাবাহী হয়ে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর পরস্পর হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ভাই ওবায়দুল্লাহ জাফর ওসমান মোহাম্মদ এবং ছেলে আকবর ভাইপো কাসেম সহ অনেকে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। সর্বশেষে, হযরত ইমাম হেসাইন কারবালা

প্রান্তরে বাতিলের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

#### \*\*\*আশুরার ফযিলাত\*\*\*

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আমি আশা করি আশুরার একদিনে রোজা বিগত এক বছরের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়।( মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড 179 পৃষ্ঠা)

অপর একটি হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে,তিনি বলেন - আশুরার রোযা ব্যতিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে অন্য কোন দিনের রোজা কে অতিক্রম করতে দেখিনি। (মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড 178 পৃষ্ঠা)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এরশাদ করেছেন , রমজানের পর শ্রেষ্ঠতম রোজা হচ্ছে মহররম মাসের রোজা অর্থাৎ আশুরার রোজা (মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড 180 পৃষ্ঠা)

#### \*\*\*পর্যালোচনা\*\*\*

আশুরার দিনটি ঐতিহাসিকভাবেই মর্যাদাশীল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় উক্ত দিনটিকে মানহুস বা হতভাগ্য মনে করে। তাদের নিকট শাহাদাত অত্যন্ত মন্দ কাজ। যেহেতু ইমাম হোসাইন ওই দিনে শহীদ হয়েছেন তাই তারা মহরম মাসে বিয়ে-শাদী বা এজাতীয় অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকে এমনকি অনেকে আবার চুল কাটতেও অস্বীকার করে এগুলো নিছক কুসংস্কার ও কুপ্রথা। এছাড়াও ইমাম হোসাইন শাহাদাত যদিও সীমাহীন হৃদয়বিদারক ঘটনা কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এ ব্যাপারে শরীয়াতের চরম সীমা লংঘন করে উক্ত দিবসে বহু প্রকারের কুসংস্কার মূলক কর্ম করে জাহান্নামকে নিজেদের ঠিকানা বানিয়েছে। তাদের শরীয়াত বিরোধী বেদাতী কৃত কর্ম সমূহের মধ্যে মাতম করা, অনৈতিক তাজিয়া দাড়ি, বুক ও পিঠে আঘাত করা,কালো কাপড় পরিধান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

### \*\*\*\*আশুরার দিনে আমাদের করণীয়\*\*\*\*\*

রোযা রাখা,নামায পড়া,দরুদ শরীফ পাঠ করা, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, তাসবীহ পাঠ করা,ফাতেহা করা, ঈসালে সাওয়াব করা, খিচুড়ি রান্না করে লোকেদের খাওয়ানো, মিলাদ-জালসার আয়োজন করা; প্রভৃতি সকল প্রকার বৈধ কর্মসমূহ যেগুলির হুকুম শরীয়াত দিয়েছে।

# \*\*\*\* আশুরার দিনে বর্জনীয় বিষয় সমূহ\*\*\*\*

মাতাম করা,লাঠি খেলা, তাজিয়া করা,ঢাক ঢোল বাজানো,পিঠ চাপড়ানো ইত্যাদি হারাম কর্ম সমূহ যেগুলি হতে বিরত থাকার কথা শরীয়াত বলেছে।

\*\*\*\*\*\*

(বি.দ্র:- দ্রুত সেটিং করায় বানান ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক ,হাদীসের পৃঃ এদিক ওদিক হলে ও হাদীসের অনুবাদ জনক ত্রুটি হলে মার্জনীয়)

দোয়া প্রার্থী 🖐 ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী(৯ ই মহররম ১৪৪১হিজরী)